দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 JAN 1998
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

অন্তহীন সমস্যায় সরকারি বিজ্ঞান কলেজ

এ, কে, এম বাকীবিল্লাহ

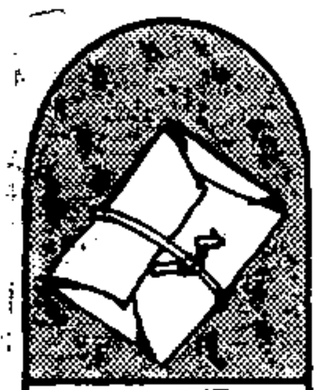

প্রোফাইল

নগরীর প্রাণকেন্দ্র ফার্মগেট এলাকায় অবস্থিত সরকারি বিজ্ঞান কলেজ। ১৯৫৪ সালে কলম্বো প্লানের-আওতায় কারিগরি উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক ও ১৯৮৫ সালে স্নাতক (বি,এসসি পাস) কোর্স পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। পরবর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠানে স্কুল শাখায় ২ শিফ্‌ট চালু করা হয়।

প্রতিষ্ঠানটি তৎকালীন সময়ের চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারিত ফাউন্ডেশন ছাড়াই নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানটি অন্তহীন সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে। টিনশেড শ্রেণীকক্ষগুলো জরাজীর্ণ। একটু বৃষ্টিতে প্রতিটি কক্ষে পানি পড়ে। শিক্ষার্থীদের তুলনায় শ্রেণীকক্ষ অপর্যাপ্ত। নামে বিজ্ঞান কলেজ হলেও বিজ্ঞান বিভাগগুলোতে পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি নেই বললেই চলে। পদার্থ বিজ্ঞান ও কারিগরি ওয়ার্কশপে উন্নত কোন যন্ত্রপাতি নেই– এ অভিযোগ কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্রের। ১৯৫৪ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত উন্নয়নমূলক তেমন কোন কাজ হয়নি। এভাবে চলতে থাকলে বিজ্ঞান কলেজ আর বিজ্ঞান কলেজ থাকবে না। বিএসসি স্নাতক কোর্স চালু করলেও পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা বিভাগগুলোতে পর্যাপ্ত উন্নত যন্ত্রপাতি না থাকতে অনেক ব্যবহারিক ক্লাস বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। কলেজটিতে রয়েছে ২৩ জন শিক্ষক। স্কুল পর্যায়ে ৫৪ জন। এর মধ্যে ৫ জন শিক্ষক ডেপুটেশনের নাম দিয়ে অন্য স্কুলে কাজ করে।

বিভিন্ন শাখায় সব মিলিয়ে ছাত্র সংখ্যা প্রায় ২ হাজার ৭শ' ৫০ জন। ছাত্রের তুলনায় কলেজ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই বললেই চলে, এছাড়াও পর্যাপ্ত পরিমাণ স্টাফও নেই।

কলেজ লাইব্রেরিটিতে বই আছে মোট ৭ হাজার ৮শ" ৪৩টি। কিন্তু স্থান সংকটের কারণে ছাত্ররা লাইব্রেরিতে পড়তে পারছে না।

নামে মাত্র ২ জন লাইব্রেরিয়ান থাকলেও তাদের কোন পদমর্যাদা দেয়া হচ্ছে না অজ্ঞাত কারণে। তাদের নন–গেজেটেড করে রাখা হয়েছে। এ অভিযোগগুলো করেছেন লাইব্রেরিয়ান আতিকউল্লাহ খান ইউসুফ জাই ও আবদুস সামাদ।

সরকারি বিজ্ঞান কলেজে রয়েছে একটি বড় পুকুর। এ পুকুরে প্রায় বছরই দু' একজন ছাত্র পানিতে পড়ে মারা যায়। ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত। ৭ জন ছাত্র এ পুকুরে ডুবে মারা গেছে। ফলে কলেজ কর্তৃপক্ষ এ পুকুরটি ভরাট করে ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে একাধিকবার আবেদন করেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এ মরণপুকুর ভরাটের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

কলেজের বৃহৎ সম্পত্তিতে মাস্টার প্লান প্রণয়ন করে ছাত্রদের থাকার জন্য ছাত্রাবাস, শিক্ষকদের জন্য ফ্লাট বাড়ি নির্মাণ করে আবাসন সমস্যা সমাধান ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কাশেম জানালেন, কলেজের বৃহৎ সম্পত্তিতে ভৌত সুবিধা বৃদ্ধি করে মাস্টার প্লান করে বিএসসি পাস কোর্সের পাশাপাশি বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু করলে হাজার হাজার ছাত্র উপকৃত হবে।

স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকারের কাছে আমাদের আশা–আকাংখা ও দাবি অত্র কলেজটির জরাজীর্ণ সমস্যার সমাধান হউক। এছাড়া কলেজটির জন্য মাস্টার প্লান প্রণয়ন করে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু করলে উচ্চ শিক্ষার চাহিদা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।